দুর্ঘটবৃত্তি

সম্পাদনায় ঃ
ড. পার্বতী চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
সংস্কৃত বিভাগ

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

শুভাশংসনম্

'অসত্যে বর্ত্মনি স্থিত্বা পুনঃ সত্যং সমীহতে' (ভর্তৃহরি)

বৈদিক-পৌরাণিক-লৌকিক সাহিত্য জুড়ে সংস্কৃত সাহিত্যের পরিধি ও ব্যাপ্তি এতটাই বিশাল, এতটাই বিস্তৃত এবং এতটাই তার জটিল-সরল প্রসারণ এবং সেখানে ব্যাকরণমূলক (অষ্টাধ্যায়ী কেন্দ্রিক) বিচার এত অনৈকান্তিক যে ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি বিচার একটা রাজসূয় যজ্ঞের সামিল। ব্যাকরণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও তাই কালান্তরে বহুমুখী মার্গে সতত চলমান। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সংস্কৃত ব্যাকরণ আপাত দৃষ্টিতে যত নীরসই হোক না কেন তা ভারতবর্ষের পরম গৌরবময় সম্পদ। হুইট্‌নি তাই অনায়াসে মন্তব্য করেন— 'The grammar remains nearly, if not altogether, the most admirable product of the scientific spirit of India, ranking with the best products of that spirit that the world has seen'।

হুইট্‌নি মহোদয় যে আবেগাপ্লুত হয়ে এমন মন্তব্য করেছেন— তা কদাচ নয়, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিচার পদ্ধতির অলিগলি সন্ধান করেই তাঁর এ মন্তব্য। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর যে বীজগণিতীয় সূত্রাবলী— তার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও নানা সূক্ষ্ম প্যাঁচ পয়জার তাকে গণসাধ্য করতে মহাভাষ্য, কাশিকাবৃত্তি এবং শতসহস্র টীকা-টিপ্পনীর উদ্ভব কালে কালে উৎপন্ন হয়েছে— তাতে লাভ ও ক্ষতি দুটোই ঘটেছে। ভাষা-পদ-বর্ণ-অপশব্দ, সাধুশব্দ ইত্যাদির সঙ্গে অর্থ, রূপ, এমনকি দর্শন পর্যন্ত পৌঁছেচে যার ফলশ্রুতিতে শব্দের রূপ থেকে স্ফোটবাদের দর্শন যুগে যুগে এই শাস্ত্রকে ঋদ্ধ করেছে— এবং তাকে শ্রেষ্ঠ বেদাঙ্গের অকুণ্ঠিত তকমায় ভূষিত করেছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে কাব্যসাহিত্যের মতো জনপ্রিয়তা বা আনন্দরস সেখানে সহজে চুঁইয়ে পড়েনি। কাশিকাকার নানাস্থানে 'কষ্টং ব্যাকরণম্', কিংবা 'ঘোরাধ্যাপকঃ' ইত্যাদি মন্তব্য করে বুঝিয়েছেন সহজে এই শাস্ত্র করায়ত্ত

হয় না। শুধু ভাষাশুদ্ধির সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাঁধা না পড়ে ব্যাকরণ বিশ্লেষণ দর্শনের পদে উন্নীত হয়েছে— মহাভাষ্য বা বাক্যপদীয় অধ্যয়ন করলে সে ধারণা আরো প্রোজ্জ্বল হয়।

কিন্তু একটা ব্যাপারে মোটামুটি সকলেই সহমত যে ভাষা আগে— ব্যাকরণ পরে। ব্যাকরণের কাজ ভাষার শুদ্ধি অশুদ্ধ বিচার। আর যেহেতু 'নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ'— তাই তাঁরা ব্যাকরণের ঘাটে নৌকা বেঁধে আনন্দ যাত্রা করেন না। ফলতঃ সাহিত্যে আমরা পুরাণ থেকে ক্লাসিকাল অবধি (বৈদিক সাহিত্য ইচ্ছাকৃতভাবে তুলে রাখছি) কবিরা সংস্কৃত ভাষায় বিপুল সাহিত্য নির্মাণ করেছেন— যেখানে তথাকথিত 'অপশব্দ' বা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের হট্ট মেলা। এসব দেখে কেউ মন্তব্য করবেন—

"অপশব্দ: শতং মাঘে ভারবৌ তু শতত্রয়ম্।
কালিদাসে তু ন গণ্যন্তে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।।"

অপশব্দ সত্যিই অপশব্দ কিনা— সে নিয়ে বৈয়াকরণদের সঙ্গে মীমাংসকদের মতপার্থক্য আছে। কিন্তু ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দের প্রাচুর্য যে আছে তা তো বলাই যায়। কিন্তু এখানেও সংস্কৃত বৈয়াকরণদের আশ্চর্য ভেলকি দেখে বিস্মিত হতে হয়। পরবর্তীকালের বৈয়াকরণরা সেই সব তথাকথিত অপশব্দকে বিচার করে শুদ্ধ বলে বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন এবং তাদেরই অগ্রগণ্য একজন বৈয়াকরণ শরণদেব। তাঁর রচিত গ্রন্থ দুর্ঘটবৃত্তিতে তিনি ভাষায়/সাহিত্যে ব্যবহৃত তথাকথিত অপশব্দগুলিকে ব্যাকরণের সূত্র দিয়েই শুদ্ধ শব্দে উন্নীত করেছেন। শরণদেবের আশ্চর্য জাদুদণ্ডে অপশব্দ শুদ্ধ শব্দে পরিণত হচ্ছে— এই চমৎকারিত্ব সত্যিই দেখার মতো—বিস্মিত হবার মতো প্রজ্ঞাদীপন।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের বিদুষী অধ্যাপিকা ড. পার্বতী চক্রবর্তী একজন প্রথিতযশস্কা বৈয়াকরণ। তিনি শরণদেবের গ্রন্থটির একটি অসামান্য সম্পাদনা করেছেন বিপুল বিস্তারে। শরণদেবের গ্রন্থের একাধিক ইংরাজি, হিন্দি সম্পাদনা আছে- কিন্তু ড. চক্রবর্তীর বিপুল গ্রন্থটি সব কিছু ছাপিয়ে গেছে। তিনি সূত্র-ব্যাখ্যা-এবং যথেষ্ট আলোচনা সহযোগে ভাষার আপাত-অশুদ্ধি-অশুদ্ধি কারণ-এবং শুদ্ধতা নির্ণয়—

সব কয়টি প্রসঙ্গকে ধরে বাংলা ভাষাতে একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করলেন। তাঁর এই পরিশ্রম-সাধ্য কর্ম— এই যুগে আমাদের বিস্মিত করে। আমি ব্যাকরণশাস্ত্রের ছাত্র নই— আমার ব্যাকরণ জ্ঞান অতি সীমিত— তথাপি বলতে পারি বাংলা ভাষায় শরণদেবের অতিসংক্ষিপ্ত দুর্ঘটবৃত্তির এত পৃথুল ও সহজপাচ্য সুঘট গ্রন্থ আগে লেখা হয়নি। আমার অধ্যাপক স্বর্গত রবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরাজি ভাষায় এর আগে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন— কিন্তু আজকাল ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজিভীতি (সংস্কৃতের) বাস্তব সত্য (যদিও তা খুবই অনুচিত বলে মনে করি)।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লে শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়— ব্যাকরণ অনুসন্ধিৎসু সকলেরই প্রগাঢ় উপকার সাধিত হবে— এব্যাপারেও আমি নিশ্চিত। ড. চক্রবর্তী এর আগেও অনেক ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন— আমার এই অকিঞ্চিৎ আশীর্বচন তাকে আরো প্রাণিত করুক— এই প্রার্থনা— শব্দশাস্ত্রের ইতিহাসে তার নাম অক্ষয় হোক।

এই বাক্যে শেষ করি **"প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণা: ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানাম্"** (ধ্বন্যালোক)।

তারকনাথ অধিকারী
অধ্যাপক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়